ফলশ্রুতিঃ

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ-এর অন্তর্গত **'শ্রী ললিতা সহস্রনাম স্তোত্র'**-এর **ফলশ্রুতি** (স্তোত্র পাঠের ফল বা মহিমা) :-

শ্লোক ১: হে (অগস্ত্য মুনি)! এই সহস্র নাম আমি আপনাকে বললাম। এটি সমস্ত রহস্যের পরম রহস্য এবং শ্রী ললিতা দেবীর অত্যন্ত প্রীতিদায়ক।

শ্লোক ২: এই স্তোত্রের সমতুল্য কোনো স্তোত্র অতীতে কখনও ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এটি সর্বরোগ প্রশমনকারী এবং সকল প্রকার সম্পদ বর্ধনকারী।

শ্লোক ৩: এটি সমস্ত অপমৃত্যু (দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু) ও অকাল মৃত্যু নিবারণ করে। এটি সমস্ত জ্বরের কষ্ট দূর করে এবং দীর্ঘায়ু প্রদান করে।

শ্লোক ৪: এটি নিঃসন্তানদের পুত্র প্রদান করে এবং পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) প্রদান করে। এই স্তোত্র বিশেষভাবে শ্রীদেবীর প্রীতিবিধানকারী।

শ্লোক ৫-৬: ললিতা দেবীর উপাসনায় মগ্ন হয়ে সাধকের উচিত প্রতিদিন যত্ন সহকারে এটি জপ করা। সকালে স্নান ও প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাকর্ম শেষ করে, পূজাগৃহে গিয়ে শ্রীচক্রের পূজা করবে। তারপর মূল বিদ্যা (দেবী মন্ত্র) ১০০০, ৩০০ বা অন্তত ১০০ বার জপ করবে।

শ্লোক ৭: এরপর এই রহস্য নামসহস্র পাঠ করতে হবে। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি জীবনে একবারও এটি পাঠ করেন...

শ্লোক ৮-১২: হে ..! তার পুণ্যফল বলছি, শুনুন। গঙ্গা আদি সমস্ত তীর্থে কোটি জন্ম স্নান করলে, অবিমুক্ত (কাশী) ক্ষেত্রে কোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলে, সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে কোটিবার দান করলে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কোটি সুবর্ণ দান করলে, গঙ্গার তীরে কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে, জলহীন মরুভূমিতে কোটি কূপ খনন করলে এবং দুর্ভিক্ষের সময় প্রতিদিন কোটি ব্রাহ্মণকে পরম শ্রদ্ধার সাথে সহস্র বছর ধরে ভোজন করালে যে পুণ্য লাভ হয়-এই শ্রী ললিতা সহস্রনামের একটি মাত্র নাম জপ করলে তার চেয়ে কোটিগুণ উত্তম পুণ্য লাভ হয়।

শ্লোক ১৩-১৫: এই রহস্য নামসহস্রের একটি মাত্র নামও যদি কেউ কীর্তন বা পাঠ করে, তবে তার মহাপাপসমূহও বিনষ্ট হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। নিত্যকর্ম না করা এবং নিষিদ্ধ কর্ম করার ফলে মানুষের যে পাপ উৎপন্ন হয়, তা সবই নিশ্চিতরূপে নষ্ট হয়। হে ! এ বিষয়ে আর বেশি কি বলব, শুনুন।

শ্লোক ১৬: এর একটি নামের পাপ নাশ করার যে বিপুল শক্তি আছে, চৌদ্দ ভুবনের কোনো মানুষেরই সেই পরিমাণ পাপ করার ক্ষমতা নেই (অর্থাৎ এটি যেকোনো অসাধ্য পাপ খণ্ডন করতে পারে)।

শ্লোক ১৭: যে ব্যক্তি এই নামসহস্র ত্যাগ করে অন্য উপায়ে পাপনাশের ইচ্ছা করে, সে যেন শীত নিবারণের জন্য বরফে ঢাকা হিমালয় পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেয় (অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ অসম্ভব)।

শ্লোক ১৮-২০: যে ভক্ত প্রতিদিন এই সহস্র নাম কীর্তন করেন, শ্রী ললিতা দেবী প্রীত হয়ে তাকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন। এই স্তোত্র কীর্তন না করে কেউ কীভাবে ভক্ত হতে পারে? যদি প্রতিদিন কীর্তনে অসমর্থ হয়, তবে পুণ্য দিনগুলিতে (যেমন- সংক্রান্তি, বিষুব, নিজের জন্মদিন, অয়ন, নবমী, শুক্লপক্ষের চতুর্দশী বা শুক্রবারে) এটি কীর্তন করা উচিত।

শ্লোক ২১-২২: বিশেষ করে পূর্ণিমার দিন চন্দ্রবিম্বে শ্রী ললিতাম্বিকাকে ধ্যান করে, পঞ্চোপচারে পূজা করে এই সহস্র নাম পাঠ করলে সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় এবং দীর্ঘায়ু লাভ হয়।

শ্লোক ২৩-২৪: কল্পশাস্ত্রে এই প্রয়োগকে 'আয়ুষ্কর' বলা হয়েছে। জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির মাথা স্পর্শ করে এই সহস্র নাম পাঠ করলে তৎক্ষণাৎ মাথার যন্ত্রণা ও জ্বর শান্ত হয়। সর্বরোগ নিবৃত্তির জন্য ভস্ম (বিভূতি) স্পর্শ করে এটি জপ করতে হয়।

শ্লোক ২৫-২৬: সেই অভিমন্ত্রিত ভস্ম ধারণ করলে তৎক্ষণাৎ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। হে মুনি! কুম্ভের (কলসির) জল এই সহস্র নাম দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে গ্রহদোষে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর ছিটিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ গ্রহদোষ কেটে যায়।

শ্লোক ২৬ (দ্বিতীয়াংশ) - ২৭: সুধাসাগরের (অমৃত সাগরের) মধ্যস্থলে অবস্থানকারিণী শ্রী ললিতাম্বিকাকে ধ্যান করে যে ব্যক্তি এই নামসহস্র পাঠ করে, তার শরীরে থাকা বিষ নষ্ট হয়ে যায়। **বন্ধ্যা নারীদের পুত্রলাভের জন্য এই নামসহস্র দ্বারা মাখন অভিমন্ত্রিত করতে হবে।**

শ্লোক ২৮: সেই অভিমন্ত্রিত মাখন ভক্ষণ করালে নিশ্চিতভাবে পুত্রলাভ হয়। দেবীর পাশ দ্বারা আবদ্ধ এবং অঙ্কুশ দ্বারা আকৃষ্ট–এইরূপে অভীষ্ট নারীকে ধ্যান করে...

শ্লোক ২৯: রাতে এই নামসহস্র জপ করলে, সেই নারী অন্তঃপুরে থাকলেও নিজের কাছে ছুটে আসে।

শ্লোক ৩০-৩১: যদি কেউ রাজাকে (বা শাসককে) বশ করতে চায়, তবে রাজার বাসস্থানের দিকে মুখ করে শ্রীদেবীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে তিন রাত্রি এই স্তোত্র পাঠ করলে, সেই রাজা বশীভূত হয়ে ঘোড়া বা হাতিতে চড়ে তার কাছে আসে এবং দাসের মতো প্রণাম করে।

শ্লোক ৩২: বশীভূত হয়ে সেই রাজা তাকে রাজ্য ও সম্পদ দান করে। হে মুনি! যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই রহস্য নামসহস্র কীর্তন করেন...

শ্লোক ৩৩: তাকে দেখামাত্রই ত্রিভুবন মোহিত হয়ে যায়। যে ভক্তিমান ব্যক্তি একবারও এই নামসহস্র পাঠ করেন...

শ্লোক ৩৪: তার যে শত্রুরা আছে, তাদের স্বয়ং শরভেশ্বর (শিবের রুদ্ররূপ) বিনাশ করেন। **যে ব্যক্তি এই নামসহস্র পাঠকারীর ওপর অভিচার (কালো জাদু বা তন্ত্রক্রিয়া) করে...**

শ্লোক ৩৫: স্বয়ং দেবী প্রত্যঙ্গিরা সেই ক্রিয়া উল্টে দিয়ে সেই শত্রুকে বিনাশ করেন। যারা এই নাম পাঠকারীকে ক্রূর বা কুদৃষ্টিতে দেখে...

শ্লোক ৩৬: স্বয়ং মার্তণ্ডভৈরব (সূর্যরূপী ভৈরব) তাদের শীঘ্রই অন্ধ করে দেন। যে চোরেরা এই নাম জপকারীর ধন হরণ করে...

শ্লোক ৩৭: তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, ক্ষেত্রপাল তাদের হত্যা করেন। যে বিদ্বান ব্যক্তি এই নাম জপকারীর সাথে তর্কে লিপ্ত হন...

শ্লোক ৩৮: দেবী নকুলেশ্বরী তৎক্ষণাৎ তার বাকশক্তি স্তব্ধ করে দেন। যে রাজা এই নাম জপকারীর সাথে শত্রুতা করে...

শ্লোক ৩৯: দেবী দণ্ডিনী স্বয়ং তার চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী (রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক) সংহার করেন। **যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হয়ে ছয় মাস এই নামসহস্র পাঠ করেন...**

শ্লোক ৪০: দেবী লক্ষ্মী চাঞ্চল্য ত্যাগ করে চিরকাল তার গৃহে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি এক মাস ধরে প্রতিদিন তিনবার এটি পাঠ করেন...

শ্লোক ৪১: দেবী ভারতী (সরস্বতী) সর্বদা তার জিহ্বাগ্রে নৃত্য করেন (অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত বাগ্মী ও জ্ঞানী হন)। যে ব্যক্তি মাত্র এক পক্ষকাল (১৫ দিন) নিরলসভাবে একবার এটি পাঠ করেন...

শ্লোক ৪২: মৃগনয়না কামিনীরাও তাকে দেখে কামবশবর্তী হয়ে মোহিত হয়। যে ব্যক্তি জীবনে একবারও এই নামসহস্র পাঠ করেন...

শ্লোক ৪৩: তার দৃষ্টিগোচর সকলেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। **যে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) এই নামসহস্র জানেন, তাকেই দান করা উচিত।**

শ্লোক ৪৪: তাঁকেই অন্ন, বস্ত্র, ধন ও ধান্য দান করা উচিত, অন্য কাউকে কখনই নয়। **যিনি শ্রীমন্ত্ররাজ (ষোড়শী মন্ত্র) জানেন, যিনি শ্রীচক্রের পূজা করেন...**

শ্লোক ৪৫: এবং যিনি এই নামগুলো কীর্তন করেন, পণ্ডিতেরা তাকেই সৎপাত্র বলে জানেন। শ্রীদেবীর প্রীতি কামনাকারীর উচিত যত্ন সহকারে তাকেই দান করা।

শ্লোক ৪৬: যে ব্যক্তি এই নাম কীর্তন করে না এবং মন্ত্ররাজ জানে না, তাকে পশুতুল্য মনে করতে হবে; তাকে দান করা নিরর্থক।

শ্লোক ৪৭: বিচক্ষণ ব্যক্তি এই বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানীদের পরীক্ষা করে তবেই তাদের দান করবেন। **শ্রীমন্ত্ররাজের মতো শ্রেষ্ঠ কোনো মন্ত্র নেই।**

শ্লোক ৪৮: হে ! ললিতা দেবীর সমতুল্য কোনো দেবতা নেই এবং এই রহস্য নামসহস্রের সমতুল্য কোনো স্তুতি নেই।

শ্লোক ৪৯: যে ব্যক্তি এই উত্তম নামসহস্র উত্তমরূপে পুস্তকে লিখে সর্বদা ভক্তিভরে পূজা করেন, দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

শ্লোক ৫০: হে ! আর বেশি কি বলব, শুনুন। সকল তন্ত্রশাস্ত্রে এর সমান কোনো স্তোত্র দেখা যায় না।

শ্লোক ৫১: তাই উপাসকের উচিত প্রতিদিন আদরের সাথে এটি কীর্তন করা। যে ব্যক্তি **এই নামসহস্র দ্বারা অন্তত একবার শ্রীচক্রের পূজা করেন**...

শ্লোক ৫২-৫৩: পদ্ম, তুলসী, শালুক, কদম্ব, চাঁপা, জুঁই, মল্লিকা, করবী, উৎপল (নীলপদ্ম), বেলপাতা, কুন্দ, নাগকেশর, পাটল অথবা কেতকী, মাধবী প্রভৃতি অন্যান্য সুগন্ধি ফুল দিয়ে...

শ্লোক ৫৪: তার পুণ্যফল স্বয়ং মহেশ্বরও বর্ণনা করতে অক্ষম। নিজের চক্রে এই পূজার ফল একমাত্র শ্রী ললিতা দেবীই জানেন।

শ্লোক ৫৫: ব্রহ্মা আদি অল্পমেধাসম্পন্ন দেবতারা তা কীভাবে জানবেন? **প্রতি মাসের পূর্ণিমায় যিনি এই সহস্র নাম দ্বারা**...

শ্লোক ৫৬: রাতে চক্ররাজে উপবিষ্ট পরদেবতার পূজা করেন, তিনি স্বয়ং ললিতারূপ হয়ে যান এবং ললিতা তার রূপ ধারণ করেন।

শ্লোক ৫৭: তাদের মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না; যে ভেদ করে, সে পাপের ভাগী হয়। যে ভক্ত **মহানবমীর দিন শ্রীচক্রের মধ্যস্থিতা শ্রীদেবীকে**...

শ্লোক ৫৮: এই নামসহস্র দ্বারা পূজা করেন, **মুক্তি তার হাতের মুঠোয় থাকে।** যে ব্যক্তি শুক্রবার নামসহস্র দ্বারা...

শ্লোক ৫৯: চক্ররাজে মহাদেবীকে পূজা করে, তার পুণ্যফল শুনুন। সে এই জগতে সমস্ত কামনা লাভ করে এবং সর্ব সৌভাগ্যে যুক্ত হয়।

শ্লোক ৬০: পুত্র-পৌত্রাদিতে পরিবৃত হয়ে কাঙ্ক্ষিত ভোগসমূহ উপভোগ করে, পরিশেষে সে শ্রী ললিতা দেবীর অত্যন্ত দুর্লভ সাযুজ্য (একাত্মতা) লাভ করে।

শ্লোক ৬১: যা শিবাদি দেবতাদেরও প্রার্থনীয়, তা সে নিশ্চিত লাভ করে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি এই নামসহস্র দ্বারা...

শ্লোক ৬২: এক হাজার ব্রাহ্মণকে পূজা করে পায়েস, পিঠা ও ষড়রস যুক্ত অন্ন ভক্তিভরে ভোজন করান, ললিতা দেবী তার প্রতি প্রীত হয়ে নিজের সাম্রাজ্য প্রদান করেন।

শ্লোক ৬৩: ত্রিভুবনে তার জন্য কোনো বস্তুই দুর্লভ থাকে না। যে ব্যক্তি নিষ্কাম হয়ে এই উত্তম নামসহস্র কীর্তন করেন...

শ্লোক ৬৪: তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন। এই নামসহস্র কীর্তনের ফলে অর্থকামী ধন পায়, যশঃপ্রার্থী যশ পায়।

শ্লোক ৬৫: এবং বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে। হে মুনি! **এর তুল্য ভোগ ও মোক্ষপ্রদানকারী কোনো স্তোত্র নেই।**

শ্লোক ৬৬: তাই ভোগ ও মোক্ষকামী মানুষদের সর্বদা এটি কীর্তন করা উচিত। চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস) নিষ্ঠ ব্যক্তিদের সর্বদা এটি পাঠ করা উচিত।

শ্লোক ৬৭: নিজেদের ধর্মানুষ্ঠানের ত্রুটি পূরণের জন্য এটি আবশ্যিক। পাপবহুল ও ধর্মানুষ্ঠান বর্জিত কলিযুগে...

শ্লোক ৬৮: নাম সংকীর্তন ছাড়া মানুষের অন্য কোনো উপায় বা আশ্রয় নেই। সাধারণ লৌকিক বাক্য অপেক্ষা বিষ্ণুর নাম কীর্তন শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ৬৯: সহস্র বিষ্ণুনাম অপেক্ষা একটি শিবনাম উত্তম। সহস্র শিবনাম অপেক্ষা একটি দেবীনাম উত্তম।

শ্লোক ৭০: হে ! দেবীর কোটি কোটি নামসহস্র রয়েছে, তবে তার মধ্যে **দশটি নামসহস্রকে মুখ্য বলা হয়।**

শ্লোক ৭১: গঙ্গা, ভবানী, গায়ত্রী, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাজরাজেশ্বরী, বালা, শ্যামলা এবং দশম হলো ললিতা।

শ্লোক ৭২: এই দশটির মধ্যেও এই ললিতা রহস্য নামসহস্র সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই কলিযুগের দোষ নিবারণের জন্য প্রতিদিন এটি কীর্তন করা উচিত।

শ্লোক ৭৩: মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা জানে না যে শ্রীমাতার নামই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেউ বিষ্ণুর নামে মগ্ন, কেউ শিবের নামে মগ্ন...

শ্লোক ৭৪: কিন্তু জগতে ললিতা দেবীর নামে তৎপর কেউ নেই। কোটি কোটি জন্ম ধরে অন্য দেবতার নাম কীর্তন করলেই...

শ্লোক ৭৫: কেবল তখনই শ্রীদেবীর নাম কীর্তনে শ্রদ্ধা জন্মে। যেমন মানুষ অন্তিম জন্মে শ্রীবিদ্যার উপাসক হয়...

শ্লোক ৭৬: তেমনি অন্তিম জন্মেই এই নামসহস্র পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। জগতে শ্রীবিদ্যা মন্ত্ররাজ জ্ঞাতা যেমন বিরল...

শ্লোক ৭৭: তেমনই এই গুহ্য নামসহস্র পাঠকারীও বিরল। মন্ত্ররাজ জপ এবং চক্ররাজের পূজা...

শ্লোক ৭৮: এবং এই রহস্য নাম পাঠ–এগুলো কোনো সামান্য তপস্যার ফল নয়। যে ব্যক্তি এই নামসহস্র পাঠ না করেই মহেশ্বরীকে প্রসন্ন করতে চায়...

শ্লোক ৭৯: সেই মূর্খ ব্যক্তি যেন চোখ ছাড়াই রূপ দেখার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি এই রহস্য নামসহস্র ত্যাগ করে সিদ্ধি কামনা করে...

শ্লোক ৮০: সে যেন আহার না করেই ক্ষুধা নিবৃত্তির ইচ্ছা করে। যে ব্যক্তি ললিতা দেবীর প্রকৃত ভক্ত, সে প্রতিদিন এটি কীর্তন করে।

শ্লোক ৮১: কোটি শত কল্পকাল অন্য কোনোভাবে দেবী এত প্রীত হন না। তাই শ্রীমাতার এই রহস্য নামসমূহ সযত্নে পাঠ করা উচিত।

শ্লোক ৮২: হে ! এই রহস্য স্তোত্র আপনাকে বললাম। শ্রীবিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অভক্তদের কাছে এটি কখনও বলবেন না।

শ্লোক ৮৩: হে মুনি! শ্রীবিদ্যা যেমন গোপনীয়, এটিও তেমনই গোপনীয়। পশুতুল্য (অজ্ঞ/ভক্তিহীন) মানুষদের কাছে এই উত্তম স্তোত্র প্রকাশ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৮৪: যে মূর্খ ব্যক্তি শ্রীবিদ্যা-বিহীন কাউকে এটি দেয়, **যোগিনীরা তার ওপর ক্রুদ্ধ হন এবং তার মহা অনর্থ হয় বলে শাস্ত্র বলে।**

শ্লোক ৮৫: তাই এই রহস্য নামসহস্র যত্ন সহকারে গোপন রাখা উচিত। হে ! আমি নিজের ইচ্ছায় এটি বলিনি...

শ্লোক ৮৬: ললিতা দেবীর প্রেরণাতেই এই উত্তম স্তোত্র আপনাকে বললাম। এর দ্বারা তুষ্ট হয়ে মহাদেবী আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন।

শ্লোক ৮৭ (শ্রীসূত উবাচ) : সূত মুনি বললেন - এ কথা বলে শ্রী ললিতাম্বিকাকে ধ্যান করে শ্রীহয়গ্রীবের হৃদয় আনন্দে মগ্ন হলো এবং তৎক্ষণাৎ তার শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল।